রবীন্দ্রনাথ ও গনমাধ্যম

সম্পাদনা

অয়ন্তিকা ঘোষ

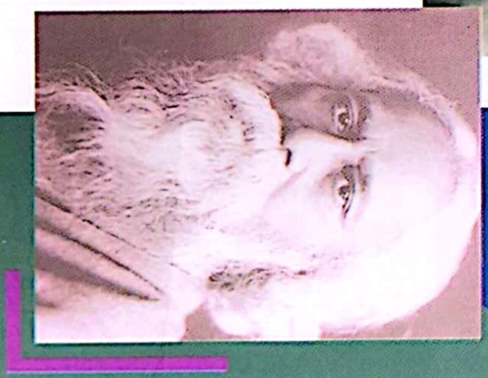

RABINDRANATH O GANAMADHYAM, Rabindranath and Mass-Media—A collected point of view, Edited by Dr. Ayantika Ghosh, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009 and Dr. Pradip Kumar Maity, Ananda Mohan College, 102/1, Raja Rammohan Sarani, Kolkata : 700009, September : 2017. ₹ 300.00

© সম্পাদক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
কলকাতা : ৭০০০০৯
ও
প্রদীপ কুমার মাইতি
আনন্দ মোহন কলেজ
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
জয়তী ঘোষ এবং অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
কলকাতা : ৭০০০৫৪

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০০০৬

ISBN : 978-93-83590-57-5

মূল্য : তিনশো টাকা

CamScanner

সম্পাদকের আঁতের কথা ৯

মুখবন্ধ ১৩ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচক লিখন

আনিসুজ্জামান ১৬
ব্রাত্য বসু ১৮
রামকুমার মুখোপাধ্যায় ২০

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : নাটক

রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ ২৫ উষা গাঙ্গুলী
গণমাধ্যমে রবীন্দ্রনাটক-গণচেতনার উন্মেষ : কাল-আজ-পরশুর গল্প ২৮ পম্পা মুখোপাধ্যায়
নাট্যকলা : রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক ৩৪ লতিকা দে
নন্দিনীর পালা : সমকালীন প্রযোজনার পর্যবেক্ষণ ও পরিগ্রহণ ৪০ অয়ন মুখোপাধ্যায়
নানা স্বরে রবীন্দ্রনাথ : মঞ্চায়নে সময়ের ভাষা ৪৬ পৌলোমী রায়
সঙ্গীত ও নৃত্যের রাবীন্দ্রিক প্রয়োগে রবীন্দ্র নাট্যকলা ৫০ সাগর দেবনাথ
শান্তিবারি 'শ্রীমতী' ৫৩ সুশ্রীমা দত্ত সেনশর্মা
গায়ক ও অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ ৫৭ সুব্রত দাস

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : গান

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণমাধ্যম	৬৫	প্রমিতা মল্লিক
গানের তরী দিলেম খুলে	৬৯	পায়েল বসু
রবিঠাকুরের গান : বায়োস্কোপের জগৎ	৭৭	সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : নৃত্য

রবীন্দ্রনাথ ও নৃত্য	৮১	অমিতা দত্ত
নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ : প্রকাশমাধ্যমের এক নব নিরীক্ষা	৮৪	মধু মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : চলচ্চিত্র

দৃশ্যের পরিসর ও আধুনিকতার সংলাপ : রবীন্দ্রনাথ	৯৫	সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ—রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়	৯৭	চৈতালী ব্রহ্ম
রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি এবং ঋতুপর্ণ	১০৪	অশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সাহিত্য	১১১	সুপ্রকাশ সরকার
রবীন্দ্র অনুভবে চলচ্চিত্র	১১৭	মমতাজ বেগম
রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র ভাবনা	১২২	বিভা ভট্টাচার্য
চারুলতা : রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের দৃষ্টির আলোকে	১২৬	সুস্মিতা সাহা
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : সত্যজিতের ক্যামেরায়	১২৯	সোমদত্তা ঘোষ কর

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : সাময়িকপত্র

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রয়াণের প্রতিবেদন : শ্রাবণ—কার্তিক ১৩৪৮	১৩৭	সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য
সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সাময়িকপত্র সম্পাদনা	১৪৬	দীপঙ্কর মল্লিক

CamScanner

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও ভারতী ১৫২ সঞ্চিতা বসু
সাময়িকপত্রে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ১৫৬ রামকৃষ্ণ মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী :
সাংবাদিকতার কোলাজে ১৬৩ নির্মাল্য মণ্ডল
সংবাদ-শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ ১৬৯ সুরজিৎ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : সাহিত্য

রাশিয়ার চিঠি : আর এক গণমাধ্যম ১৭৯ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সমালোচনা দর্পণ : রবীন্দ্র প্রতিবিম্ব ১৮৪ সৌমী সেন মিত্র
পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া : স্ত্রীর পত্র গল্প ১৮৬ নির্মাল্য সেনশর্মা

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : আকাশবাণী ও দূরদর্শন

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : বেতার ১৯৫ সৌম্যেন বসু
দূরদর্শন-ধারাবাহিকে রবীন্দ্রগান ২০৪ দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : শিল্পকলা

ভারতীয় শিল্পায়নে রবীন্দ্রনাথের
প্রাসঙ্গিকতা ২১১ পামেলা বসু পাল, শান্তনু বিষয়ী, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : বিজ্ঞান

পরম আণবিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ২১৯ প্রিয়তোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : গণপরিসর

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে : ব্র্যান্ড
রবীন্দ্রনাথ এবং কয়েকটি বিজ্ঞাপন ২২৫ অরুণাভ ঘোষ

CamScanner

গণজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য :
একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ২৩৭ কপিলকুমার ভট্টাচার্য
সৌমিক চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গণসংযোগ—গণমাধ্যমে
রবীন্দ্রনাথ ২৪৩ বিনোদ সরকার

গণমাধ্যমের চক্রব্যূহে রবীন্দ্রনাথ ২৪৮ হেনা সিংহ

ভারতীয় গণমাধ্যম : রবীন্দ্রনাথের
অবদান ২৫৫ মানসী মোহান্ত

রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম : আধুনিক জীবন

নব্যভারতীয় গণমাধ্যম ও রবীন্দ্রনাথ ২৬১ বিশ্বজিৎ দাস

একুশের গণমাধ্যম ও রবীন্দ্রনাথ :
ফ্যাশন অথবা নান্দনিক সংস্কার ২৬৪ ঋতম্ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী বিনোদন ও রবীন্দ্রনাথ : একটি
চলমান প্যারাডক্স ২৭১ অরিত্র মুখোপাধ্যায়

লোকসৃষ্টি—গণমাধ্যম : রূপান্তরিত
রবীন্দ্রনাথ ২৮১ প্রণতি সিংহ

অচেনা রবীন্দ্রনাথ ২৮৬ সংহিতা সিংহ

লেখক পরিচিতি ২৯৪

CamScanner

সম্পাদকের আঁতের কথা

রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই। রবীন্দ্রনাথ বর্ণান্ধ। রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুতদর্শন গা-ঢাকা-জোব্বা পরেন, শীত-গ্রীষ্ম সারাবছর। রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের গান রেকর্ডিংয়ে শুনলে খুব বেশিক্ষণ শুনতে ইচ্ছে করে না। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ অন্যের চাকরির জন্য উমেদারী করে সুপারিশ-পত্র লিখেছিলেন। ১৮৭২ সালে বাল্যবিবাহ আইন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১৯০১-এ এবং ১৯০৭-এ রবীন্দ্রনাথ বড়ো এবং ছোটো মেয়ের বিয়ে ১৫ এবং ১৩ বছর বয়সে দিয়ে আইনবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ খেটে খাওয়া মানুষের 'নষ্ট শশা আর পচা চালকুমড়োর ছাঁচ'-এর জীবন নিয়ে কিছুই লিখলেন না তেমন। ১৯২৬ সালে বেশি বয়সে হঠাৎ সাধ করে আঁকতে বসে যেগুলো আঁকলেন তার মধ্যে বস্তুজগতের কোনো অনুকৃতি নেই— তাই হলুদ রঙের আকাশ, নীল রঙের জানোয়ার আর সবুজ রঙের মুখ দেখা গেল। মৈত্রেয়ী দেবীকে বেশ শ্লাঘার সঙ্গে আত্মগরিমা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাঙালি মেয়েরা আমায় পছন্দ করে আর তাই নিয়ে তাদের কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। ঘটনাটা সত্যিও। দেশে-বিদেশে বহু নারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়েছে কৌতূহলের ঘনঘটা নিয়েই। তবু রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

প্রয়াণের ৭৬ বছর পরও রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই, তার কারণ তাঁর লেখনীশক্তির জোর। জীবনের যে কোনো অনুভূতি, সাহিত্যের যে কোনো রূপভেদ, সংস্কৃতির যে কোনো আধারে তাঁর অনলস গতায়াত।

রবীন্দ্রসদন চত্বরে এই তো সেদিনও দিব্যেন্দুর খোলা গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যেত— পাঁচমুড়া পাহাড় থেকে এসে সে বলে... 'গান চাই গো, গান চাই, গান চাই গো।' ঠনঠনিয়ার রিক্সাওয়ালা আজো বলে— 'দিদি আপ্‌কা কলেজমে বুড়াবাবাকা জনমদিন পর মেরা লাডলী বহোত সুন্দর গানা গায়া... 'আলো আমার আলো'; সোনাগাছির তপতীদি আজো তাঁর অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে গেয়ে ওঠেন তাঁর অভিনয় করা নাটকের গান— 'ভালোবাসি ভালোবাসি, এই সুরে কাছে দূরে, জলেস্থলে বাজায় বাঁশী'; তপতীদির চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে... আমাদের আড্ডা শেষ হলেই যে তাকে চন্দ্রার মতো মদ বের করে দিতে হবে

ফাগুলালদের। ইংরাজী মিডিয়ামে পড়া নতুন প্রজন্ম বছরে একদিন সাদা-লালপাড় শাড়ি পরে মাথায় জুঁইফুল লাগিয়ে আজো আবৃত্তি করে— 'এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি'। শুধু সুকান্ত নয়, তারা জানে অন্নদাশঙ্কর, নজরুল, শক্তি, জয়রাও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতায় মুগ্ধ। বইমেলায় রবীন্দ্ররচনাবলীর নতুন খণ্ড বা সংস্করণ কেনার জন্য আজো লাইন পড়ে। ২৫শে বৈশাখের ভোরে আজো রানাঘাট থেকে জোড়াসাঁকোর আঁতুড়ঘর দেখবে বলে ছেলে কোলে মালা হাতে ছুটে আসে প্রণতি। বাকিরা অবশ্য দূরদর্শননির্ভর। মহালয়া যেমন শুনতেই হবে, তেমনি ২৫শে বৈশাখের ভোরের অনুষ্ঠান দেখতেই হবে বাঙালির। সম্প্রচারে রবীন্দ্রনাথ এখনো আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। স্বাগতালক্ষ্মী, নীপবীথিরা আজো নানান ছন্দ-বিভঙ্গে নিজেরা পিয়ানো, সিন্থেসাইজার বাজিয়ে ইংরাজী গানের উৎসসূত্রটা ধরিয়ে দেয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে। সামন্ত্যক, দুর্নিবার, কিঞ্জলরা গিটার বাজিয়ে দাঁড়িয়ে গায় রবীন্দ্রনাথের গান। প্রকাশনা জগৎ কপিরাইট উঠে যাবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে ছাপে 'শেষের কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে'... রগরগে, চকমকে মলাট যদি বইয়ের বিক্রি বাড়ায়... এই আশায়। বেসরকারি টিভি বা এফএম চ্যানেলগুলোর টিআরপি রেট উঁচুর দিকে রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানেই। রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

প্রয়াণের সময় শুনেছি রবীন্দ্রনাথের চুল, দাড়ি ওপড়ানো হয়েছিল ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার উন্মত্ততায়। ক্ষিপ্ত জনতা গেট ভেঙে দিয়েছিল নিমতলা শ্মশানঘাটের। ভিড়ের ঠেলায় পুত্র রথীন্দ্রনাথ পৌঁছতেই পারেননি পিতার মৃতদেহের কাছে। ভাগ্যিস জনতা শবব্যবচ্ছেদে উৎসাহী হয়নি... কোষগুলো খুঁড়ে দেখবে বলে... কী দিয়ে তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথ!!

"রবীন্দ্রনাথকে আমি ভাঙবো
ছিঁড়বো
যা খুশী করবো
সে সব আমার নিজস্ব ব্যাপার
রবীন্দ্রনাথও সে কথা জানতেন,
মৃত্যুর আগে সেই জন্যই
তাঁর ঠোঁটে লেগেছিল ক্ষীণকৌতুকের হাসি।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এ কবিতা বেশ মনে ধরে আমার। রবীন্দ্রনাথ গণের, জনের, ব্যক্তির, সমষ্টির। দুই-ই সত্যি। তিনি নিজে সমাজের যেকোনো শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে দেখা করতেন। ব্যক্তিগত শোকের দিনেও কোনও প্রজার মনোস্কামনা ফেরাননি। আবার চূড়ান্ত কৌশলে একা হয়ে বেছে নিতেন প্রশস্ত ছাদে রাখা হেলান-চেয়ার—

একা হওয়ার অমরত্বেই তো নতুন নতুন সৃষ্টি প্রাণ পেয়েছে। গণমাধ্যম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল বলেই কলাপ্রয়োগে মঞ্চ, চলচ্চিত্র, চিত্রপ্রদর্শনীর প্রচারকে সমর্থন করেছেন। নিজে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছেন, আকাশবাণীর রেকর্ডার এবং দূরদর্শনের ক্যামেরাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

একটা গোটা জাতিকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তার প্রসার ও প্রচার চেয়েছেন। তাইতো পিনাকী ঠাকুরের কবিতায় আজো—

'সমুদ্র থাক, পাহাড় বাজে, বিচ্ছিরি নলবন—
রেলগাড়ীতে ছুটির বাঁশি — শান্তিনিকেতন।'

আজ রবীন্দ্রনাথ না চাইলেও গণমাধ্যম তাঁকে চাইছে; আত্মস্থ করছে তাঁকে গণজীবন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কূট তর্ক চলে রবীন্দ্রমেধায় ছোটো-বড়োর ভেদাভেদ নিয়ে। রবীন্দ্রপুরস্কার, রবীন্দ্র অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভবন, রবীন্দ্র তীর্থ, রবীন্দ্রপার্ক, রবীন্দ্রনাথ হাসপাতাল, রবীন্দ্রসদন মেট্রো, রবীন্দ্রসরোবর থেকে রবীন্দ্র রোল সেন্টার— যাত্রাটা অবনমনের দিকে হলেও জয়ী হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। জনগণ তাঁকে ভুলছে না, গণমাধ্যমও না। রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুদানে 'রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম' শীর্ষক দুদিনের জাতীয় আলোচনাচক্রে এমন অনেক কথাই হয়েছিল মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চার অডিটোরিয়ামে। সহযোগিতায় ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ। আজ এই বইটা সম্পাদনা করতে গিয়ে তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে করছে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ মন্টুরাম সামন্ত এবং অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাসকে। দুই বাংলার প্রথিতযশা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানস্যার; পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন পর্যটনমন্ত্রী, অধুনা মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর শ্রী ব্রাত্য বসু; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়—এই তিনজনকে আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা—তাঁরা আমার একটি আহ্বানে সাড়া দিয়েই আলোচনাচক্রের সূচক ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁদের উপর বিশেষ দাবীতেই তাঁদের ভাষণের প্রতিলিখন করলাম আমি। মাননীয়া অমিতা দত্তদি, মাননীয়া প্রমিতা মল্লিকাদি এবং মাননীয়া ঊষাগাঙ্গুলীদির অনুমতিতেই তাঁদের বক্তৃতার প্রতিলিখন করা গেল। বিভিন্ন শিক্ষকদের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনে সেদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার জীবনের শিক্ষক। কৃতজ্ঞতা জানাই ড. মানসকুমার মজুমদার, ড. পিনাকেশ চন্দ্র সরকার, ড. সৌমিত্র বসু, ড. দেবাশিস রায়চৌধুরী, ড. বিশ্বজিৎ রায়, ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তীকে। আমার তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্যকে সহযোগিতার জন্য অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। রসায়ন, অর্থনীতি, ইংরাজী, ইতিহাস, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন এবং বাংলা

CamScanner

বিদ্যাচর্চার সবাই সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথ ও গণমাধ্যম নিয়ে ভেবেছেন বলে ধন্যবাদ। গ্রন্থ-প্রকাশের মাত্র কয়েকদিন আগে আমার বিশেষ দাবীতে পিতৃসম ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এর মুখবন্ধটি লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আরো স্নেহের বাঁধনে জড়ালেন। আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা জানাই আমার অধ্যক্ষ ড. প্রদীপ কুমার মাইতিকে নির্দ্বিধায় এ গ্রন্থ প্রকাশে সর্ববিধ প্রেরণা দেওয়ার জন্য। আমার সব সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা পাশে না থাকলে এ কাজ আমি করতে পারতাম না। খুব স্থৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন প্রকাশক শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য। ঋণী রইলাম তাঁর কাছেও। গ্রন্থ প্রকাশে দেরির জন্য মনখারাপ ছাড়া এই মুহূর্তে সঙ্গী কিছু নেই। তবে হঠাৎ হঠাৎ আমার ভেতরের আগুনটাকে অনবরত উসকে দেয় যারা কাজ করার লক্ষ্যে— তাদের নামোচ্চারণের প্রয়োজন নেই। থাকনা তা সঙ্গোপনে। আট থেকে আশি— সবাই তার অধিকারী। এ বইয়ে যে কোনো ত্রুটির দায় আমার রইল।'

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

অয়ন্তিকা ঘোষ

mail-ayantika1ghosh@gmail.com

CamScanner